হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১৯৯৬/১৯৯৫

মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডল ওরফে মোঃ জিন্নাত আলী

----সাজাপ্রাপ্ত- আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----প্রতিপক্ষ

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১০.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৭৮/১৯৯৩ (মহেশপুর তানার মামলা নং- ১০(৪)৯৩ জি. আর. নং- ১৭/৯৩ হতে উদ্ভুত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.১৯৯৫ তারিখে প্রদত্ত রায় আদেশে আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডল ওরফে মোঃ জিন্নাত আলীকে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ২৫বি(২) এর অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ০১ (এক) বছর কারাদন্ড এবং ৩০০/- (তিনশত) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৭ (সাত) দিন কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডল ওরফে মোঃ জিন্নাত আলী ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারায় অত্র ফৌজদারী আপীল দাখিল করলে অত্র আপীলটি শুনানীর জন্য বিগত ইংরেজী ৩১.১০.১৯৯৫ তারিখে গ্রহন করা হয়।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট জনাব নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট জনাব নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সহকারী দায়রা জজ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ এস,টি, সি নং-৭৮/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.১৯৯৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ**
		বাদী পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-
		নায়েক সুবেদার মোদাচ্ছের আলী গোপন সংবাদ পাইয়া হাবিলদার আমজাদ হোসেন সিপাহী আবুল কালাম আজাদ এবং মোঃ সরোয়ার হোসেনকে লইয়া বিগত ১২.০৪.৯৩ ইং তারিখ সময় অনুমান ১৮ ঘটিকায় স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া মান্দার তলা বাজারে একটি দোকান তল্লাশী করিয়া ভারতীয় পাটের বীজ ৬১ প্যাকেট এবং বহনীয় একটি বস্তা উদ্ধার করেন। দোকান তল্লাশী কালে মালিক পালাইয়া যায়। মাল আটক করিয়া পরে সাক্ষীদের সম্মুখে সীজার লিষ্ট তৈরি করিয়া মালা যশোহর শুল্ক কার্যালয়ে জমা করা হয় এবং মালের মালিক পলাতক আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডল এর বিরুদ্ধে মহেশপুর থানায় এজাহার দাখিল করা হয়।
		পুলিশ যথাযথ তদন্ত পূর্বক আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডল এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ কর্তৃক ১৯৭৪ সনের বিশেষ দক্ষতা আইনের ২৫খ(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগ পাঠ করাইয়া শুনাইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচোরের প্রার্থনা করেন। অতঃপর বিচারের জন্য রেকর্ড বদলী অন্তে অত্র ট্রাইব্যুনালে পাওয়া যায়।
		পরবর্তীতে বাদী পক্ষের সাক্ষী পরীক্ষা সমাপ্তি অন্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মোতাবেক পরীদা করা হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া জব্দকৃত পাটের বীজ তাহার দোকান ইহতে উদ্ধার হয় নাই, ছাফাই সাক্ষী দিবে না এবং আর কিছু বলিবেন না মর্মে জানায়।
		বাদীপক্ষের পরিক্ষীত সাক্ষীদের ধরন এবং আসামীর দাবী দৃষ্টে আসামীর বক্তব্য এইরূপ দাড়ায় যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাহার নিয়ন্ত্রন হইতে কোন মালামাল উদ্ধার হয় নাই এবং তাহাকে মিথ্যা উক্তিতে মোকদ্দমায় জড়িত করা হইয়াছে।
		বিচার্য বিষয়ঃ
		১। বাদীপক্ষের কথিত মতে ঘটনার তারিখ সময় ও স্থান

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইতে জব্দকৃত মালামাল উদ্ধার করা হইয়াছে কি এবং তদদ্বারা আসামী ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫খ(২) ধারার অপরাধ করিয়াছে কি? ২। বাদীপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছে কি? আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বিচার্য বিষয় নং ১ এবং ২ঃ আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে লওয়া হইল। বাদীপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল যে, গত ১২.০৪.৯৩ তারিখ সময় অনুমান ১৮ ঘটিকায় মান্দার তলা বাজারে অবস্থিত আসামীরী দোকান তল্লাশী করিয়া তথা হইতে ভারতীয় পাটের বীজ ৬১ প্যাকেট সহ বহনীয় একটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। পক্ষান্তরে আসামীর বক্তব্য হইলো যে, তিনি নির্দোষ, জব্দকৃত পাটের বীজ তাহার দোকান হইতে উদ্ধার হয় নাই। ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযোগ প্রমানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বাদী পক্ষের উপর ন্যস্ত। কিন্তু ১৯৭৪ সনের বিশেষ দক্ষতা আইনের ২৫খ(২) ধারার বিধান মোতাবেক যদি আসামীর দখল হইতে মালামাল উদ্ধার করা হইয়া থাকে তবে আসামীকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি উল্লেখিত মালামাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজ দখলে রাখেন নাই। অথবা উল্লিখিত মালামাল বাংলাদেশে আনয়নের সময় আমদানী আইনে নিষিদ্ধ ছিল না। সহজ কথায় প্রমানের ভার দখলদারের উপর বর্তাইবে। অত্র মোকদ্দমার বাদীপক্ষ এজাহারকারী সহ সর্বমোট সাতজন সাক্ষী পরীক্ষা করা হইয়াছে। অন্য দিকে আসামী কোন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করে নাই। বাদীপক্ষের ১ নং সাক্ষী মান্দার তলা গ্রামবাসী সোহরাব হোসেন জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনি জব্দ তালিকায় (এক্সিবিট-১) স্বীয় স্বাক্ষর এক্সিবিট ১/১ সনাক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে ঘটনার তারিখ মনে নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার সামনে কোন মাল উদ্ধার হয় নাই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষীকে রাষ্ট্র পক্ষ বৈরী ঘোষনায় জেরা করিয়াছেন। কিন্তু জেরাতে অভিযোগের সমর্থনে আসামীর বিরুদ্ধে তাহার নিকট হইতে কোন তথা পাওয়া যায় নাই। আসামীপক্ষ কর্তৃক জেরাতে এই সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যতে কোন দোকান তল্লাশী করা হয় নাই বলিয়া ব্যক্তি করিয়াছেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২নং সাক্ষী মান্দার তলা নিবাসী মোঃ বসির উদ্দিন ঘটনার বিষয় জানেন না বলিয়া ব্যক্ত করিলে রাষ্টপক্ষ তাহাকে বৈরী ঘোষনায় জেরা করিয়াছেন। জেরাতে ঘটনার বিষয় তিনি জানেন এবং মান্দার তলা স্পেশাল ক্যাম্পে বি, ডি, আর বাজারে আসামীর দোকান ঘর খুলিয়া ৬১ ব্যাগ ভারতীয় পাটের বীজ উদ্ধার করেন এবং জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তিনি (এই সাক্ষী) স্বাক্ষর প্রদান করেন মর্মে রাষ্ট্রপক্ষের দেওয়া সাজেশন এই সাক্ষী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। *বাদীপক্ষের ৩ নং সাক্ষী মান্দারতলা নিবাসী মোঃ হানিফ আলীকে রাষ্ট্র পক্ষ জেরার জন্য টেন্ডার করিলে আসামী পক্ষ তাহাকে জেরা করেন নাই।* *পি, ডব্লিউ-4 মোঃ মোদাচ্ছের আলী হইলেন অত্র মোকদ্দমার এজাহারকারী বাদী। তিনি এজাহারের সম্যক বিবরন ব্যক্ত করিয়া তদীয় এজাহার একিজিবিট-২ প্রমান ক্রমে তথায় তদীয় স্বাক্ষর এক্সিবিট ২/১ সনাক্ত করিয়াছেন। আদালত তথা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এই সাক্ষী জব্দ তালিকায় (এক্সিবিট-১) তদীয় স্বাক্ষর এক্সিবিট ১/২ সনাক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি বর্তমানে ২নং রাইফেল ব্যাটালিয়ন নাইখংছড়ি বান্দরবন জেলায় কর্মরত আছেন। ঘটনার তারিখ তিনি মান্দার তলা বিডিআর বিশেষ ফাড়িতে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার তারিখ ১২.০৪.৯৩ সময় অনুমান ১৮ ঘটিকা এবং ঘটনা স্থল মান্দার তলা বাজার। গোপন সুত্রে খবর পাইয়া সংগীয় হাবিলদার আমজাদ সিপাহী আবুল কালাম আজাদ এবং ছরোয়ার হোসেনকে লইয়া মান্দার তলা বাজার যাইয়া স্থানীয় গন্যমান্য লোক সহ সোহরাব হোসেন এবং বসির উদ্দিনকে লইয়া জিন্নাতের দোকানের সামনে উপস্থিত হয়েন। তখন জিন্নাত পালাইয়া যায়। গন্যমান্য লোক বসির উদ্দিন ও সোহরাবকে জিন্নানের দোকানে ঢুকাইলে তাহারা ঢুকিয়া একটি বস্তা প্যাকিং করা দেখেন এবং তাহা বলিলে এই সাক্ষী সংগীয় ফোর্সসহ দোকান ঘরে ঢুকেন এবং লোকের সামনে বস্তাটা খোলা হয়। বস্তায় ৬১ টি ভারতীয় পাট বীজের ব্যাগ পাওয়া যায়। তম্মধ্যে ৩৭ টি ব্যাগ ছিল ভারতীয় মার্কা পাট বীজ এবং ২৪ টি পাট বীজের প্যাকেট ভারতীয় অন্য মার্কা পাট বীজ। তাহাদের সামনে জব্দ তালিকা তৈরি করেন এবং জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর লয়েন। অতঃপর ১৩.০৪.৯৩ ইং তারিখে জব্দকৃত মালামাল*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাষ্টম অফিসে জমা দেন এবং মহেশপুর থানায় আসামী জিন্নাত আলীর বিরুদ্ধে লিখিত এজাহার দেন। এই সাক্ষী জেরাতে বলিয়াছেন যে, এজাহারটি লিখিয়াছিল সিপাহী আবুল কালাম। হাটের ২/৩ শত লোক দাড়াইয়া অভিযান দেখিতেছিল। তাহাকে (এই সাক্ষীকে) দেখা মাত্র আসামী দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যায় এবং তিনি আসামীকে ডাক দিয়াছিলেন কিন্তু তথাপিও সে চলিয়া গিয়াছিল। এই সাক্ষী জেরাতে আসামী জিন্নাত একজন পল্লী চিকিৎসক এবং তাহার সহিত সিপাহী ছরোয়ারর গোলাযোগ হওয়ার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘটনার সুত্রে মিথ্যাভাবে আসামীকে অভিযুক্ত করা হয় মর্মে আসামী পক্ষের দেওয়া সাজেশন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। *পি, ডব্লিউ-৫ আমজাদ, হাবিলদার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ঘটনার সময় তিনি মান্দারতলা বিশেষ ফাড়িতে একই পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার তারিখ ১২.০৪.৯৩ ইং। নায়েক সুবেদার মোদাচ্ছের এর নেতৃত্বে ১৮ ঘটিকায় জানিতে পারেন যে মান্দার তলা বাজারের একটি দোকানে ভারতীয় পাটের বীজ আছে। নায়েক সুবেদার মোদাচ্ছের তাহাদের ঐ বাজার লইয়া যায়। বাজারে যাইয়া একটি দোকান তল্লাশীতে ৬১ প্যাকেট পাটের একটি বস্তার মধ্যে পাওয়া যায়। পাটের বীজের প্যাকেটগুলি ডকে দাড়ানো জিন্নাত আলীর দোকানে পাওয়া যায়। পাটের প্যাকেটগুলি সীজ করে এবং যশোহর শুল্ক গোডাউনে জমা দেন। এই সাক্ষী জেরাতে বলিয়াছেন বস্তার ভিতর পাটের প্যাকেটগুলো বের করে মোদাচ্ছের। দোকানটা খুললেন মোদাচ্ছের। জেরাতে প্রাপ্ত উদ্ধৃতিদ্বয় সংশ্লিষ্ট বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর প্রশ্নের মধ্যে বস্তার ভিতর হইতে প্যাকেট বাহির করা হয় এবং দোকান খোলা হয় সংক্রান্ত স্বীকার উক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায় কারণ দোকান খোলা হইলে এবং বস্তার ভিতর হইতে প্যাকেট বাহির করা হইলেই কেবলমাত্র এ উদ্ধৃতি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন প্রাসংগিক হয়।* *পি, ডব্লিউ-৬ শেখ শওকত আলী গত ১৩.০৪.৯৩ ইং তারিখে যশোহর বিভাগীয় শুল্ক গোডাউন এ গোডাউন অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এই সাক্ষী জবানবন্দীতে পাওয়া যায় যে, বিডিআর মান্দার তলা, পলাতক আসামী জিন্নাত আলী মন্ডলের নামে ৬১ প্যাকেট ভারতীয় পাটের বীজ একটি ধারক সহ তাহার গোডাউন জমা করেন। তিনি ঐ পাটের বীজ ধারক সহ গ্রহন করেন এবং ৯৯০/৯৩ তারিখ ১৩.০৪.৯৩ জি, আর নম্বরে গোডাউন রেজিস্ট্রার*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নথিভুক্ত করেন। উহা প্যারিশ্যাবল পন্য হিসাবে ১৫.০৪.৯৩ ইং তারিখে নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রয় মূল্য ৯০০/- টাকা কমিশন বাবদ ২২/৫০ টাকা বাদে অবশিষ্ট টাকা সোনালী ব্যাংক যশোহর শাখায় টি সি নং ৩৪ তারিখ ২৮.০৮.৯৩ মূলে জমা হয়। এই সাক্ষী মালামাল জমা প্রসংগে রেজিস্টারের কপি এক্সিবিট-৩ প্রমান ক্রমে তথায় তদীয় স্বাক্ষর এক্সিবিট ৩/১ সনাক্ত করিয়াছেন। জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল বুঝিয়া লইয়া তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি জব্দ তালিকায় তদীয় স্বাক্ষর ১/৩ সনাক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষী জেরাতে বলিয়াছেন প্যাকেটের গায়ে ভারতীয় লিখা থাকায় অনুমান করেন পাট বীজ ভারতের। এই সাক্ষীর জেরাতে প্রাপ্ত "ভারতীয় কোন কোম্পানীর বীজ বলতে পারি না। উদ্ধৃতি সংশ্লিষ্ট আসামী পক্ষের বিজ্ঞ প্রশ্ন এর মধ্যে বীজ ভারতীয় সংক্রান্তে উক্তির অস্থিত্ব পাওয়া যায়। কারণ বীজ ভারতীয় হইলেই কেবলমাত্র উদ্ধৃতি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন প্রাসংগিক হয়। এই সাক্ষী জেরার (অপাঠ্য) পাটের বীজ ভারতীয় নয় মর্মে আসামী পক্ষের দেওয়া সাজেশন সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। পি, ডব্লিউ-৭ কাজী গোলাম কবির অত্র মোকদ্দমায় তদন্তকারী অফিসার। এই সাক্ষী এজাহার কলাম এক্সিবিট ৪ প্রমাণ ক্রমে তথায় মনির হোসেনের স্বাক্ষর একঃ ৪/১ সনাক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রস্তুতকৃত ঘটনাস্থলের মানচিত্র একিজিবিট এবং সুচী একজিবিট ৬ প্রমান ক্রমে মানচিত্রে স্বীয় স্বাক্ষর একজিবিট-৫/১ এবং সূচীতে স্বীয় স্বাক্ষর একজিবিট-৬/১ সনাক্ত করিয়াছেন। এই সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে পাওয়া যায় যে তিনি তদন্ত কালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সহ সুচী প্রস্তুত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করেন এবং তদন্ত কালে সাক্ষী প্রমানে আসামী জিন্নাত আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫খ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। এই সাক্ষী জেরাতে বলিয়াছেন যে, ক,খ, এবং চ চিহ্নিত দোকান ঘরের মালিকদের পাওয়া না যাওয়ায় তাহাদের জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় নাই। এই সাক্ষী জেরাতে বিডিআর সিপাহী ছরোয়ারের সাথে আসামীর (অপাঠ্য) হয় জিন্নাত এর ঘর হইতে কোন পাটের বীজ উদ্ধার হয় নাই এবং আসামী নির্দোষ মর্মে আসামী পক্ষের দেওয়া সাজেশন

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। *খসড়া মানচিত্র একজিবিট-৫ এবং সুচী একজিবিট ৬ দৃষ্টে 'ক' চিহ্নিত স্থানটি ঘটনা স্থল (দোকান ঘর) ঘটনার তারিখ সময় এবং স্থান লইয়া কোন বিরোধ নাই বিধায় এজাহারে উল্লিখিত এতদসংশ্লিষ্ট তথ্য রেকর্ডভূক্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘটনাস্থলটি রেকর্ড ভূক্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে আসামীর দোকান ঘর।* *রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীগণের মধ্যে ১ নং সাক্ষী সোহরাব হোসেন এবং ২নং সাক্ষী বশির উদ্দিন হইলেন স্থানীয় সাক্ষী এবং রাষ্ট্র পক্ষ তাহাদের বৈরী ঘোষনায় জেরা করিয়াছেন কিন্তু জেরাতে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। মিঃ সোহরাব হোসেন অবশ্য জবানবন্দিতে জব্দ তালিকায় (একজিবিট-১) তদীয় স্বাক্ষর একজিবিট ১/১ সনাক্ত করিয়াছেন এবং তাহা বাদী পক্ষের অনুকূলে রহিয়াছে বিধায় তাহার সামনে কোন মাল উদ্ধার হয় নাই সংক্রান্ত তদীয় জবানবন্দিতে ব্যক্ত তথ্যটি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। বিভিন্ন মোকদ্দমায় নানান কারনে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সমর্থনে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার প্রবনতা অবশ্য স্থানীয় সাক্ষীগনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ৩নং সাক্ষী মোঃ হানিফ আলীকে রাষ্ট্র পক্ষ জেরার জন্য টেন্ডার করিয়াছেন মাত্র।* *পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ মোদাচ্ছের আলী ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান তথা আসামী জিন্নাতের দোকান ঘর হইতে ৬১টি ভারতীয় পাট বীজের ব্যাগ উদ্ধারের কথা জবানবন্দিতে বলিয়াছেন এবং তাহার উক্তরূপ তথ্য এজাহারের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ রহিয়াছে। মিঃ মোদাচ্ছের জবানবন্দিতে সাইত্রশটি ব্যাগ ভারতীয় শংকো মার্কা পাট বীজ এবং বাকী ২৪টি পাট বীজের প্যাকেট ছিল ভারতীয় অন্য মার্কা পাট বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাট বীজের মার্কা এজাহারে (একজিবিট-২) উল্লেখ না থাকিলেও জব্দ তালিকায় "শংকো মার্কা ৩৭টি মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। জব্দ তালিকায় (একজিবিট-১)" ভারতীয় পাটের বীজ (প্যাকেট ইন্ডিয়ান সিলসহ) কথাগুলির উল্লেখও পাওয়া যায় এবং উক্তরূপ তথ্যের সহিত এজাহারকারীর ব্যক্ত তথ্যের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। এজাহারকারী অন্যের দ্বারা এজাহার লিখাইলেও এজাহারে এজাহারকারীর স্বাক্ষর একজিবিট-২/১ রহিয়াছে। এজাহারকারীর ব্যক্ত তথ্যের সহিত*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এজাহারের সাদৃশ্যতা থাকায় অন্যের দ্বারা লিখন প্রসংগে কোন সার্টিফিকেট এজাহারে না থাকিলেও তাহা minor Ignorable point বিধায় উহা দ্বারা এজাহারের যথার্থতা ক্ষুন্ন হইতেছে না। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পি, ডাব্লিউ- ৫ আমজাদ হোসেন এর সাক্ষ্যেও ৬১টি প্যাকেট পাটের বীজ উদ্ধারের উল্লেখ পায়া গিয়াছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট তথ্যেরসহিত এজাহার এবং বাদীর ব্যক্ত সাক্ষ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণতা রহিয়াছে। ঘটনাস্থল তথা দোকান ঘরের তালা খুলিয়াছে কে মর্মে এজাহারকারী মিঃ মোদাচ্ছের এবং পি, ডাব্লিউ- ৫ আমজাদ এর মধ্যে নামের হেরফের হইলেও দোকানের তালা খোলাটা Common রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তালা খুলিবার ব্যক্তির নামের হেরফের নিহায়েতই Minor Ignorable Point ছাড়া অন্য কিছু নয়। পি, ডাব্লিউ- ৬ শেখ শওকত আলী জব্দ তালিকায় জব্দকৃত ভারতীয় পাট বীজের ৬১টি প্যাকেট যশোহর বিভাগীয় শুল্ক গোডাউনএ জমা লইয়াছেন এবং তিনি জব্দ তালিকায় উল্লেখিত মালামাল বুঝিয়া লইয়া জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর (একজিবিট-১/৩) প্রদান করিয়াছেন। পি, ডাব্লিউ- ৭ কাজী গোলাম কবির মোকদ্দমায় তদন্ত করিয়াছেন এবং তদন্তে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। *অত্র মোকদ্দমায় এজাহারকারীসহ মোট দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আসামী জিন্নাত এর দোকান ঘর হইতে ঘটনার তারিখে জব্দকৃত ৬১টি ভারতীয় পাট বীজ এর প্যাকেট উদ্ধার করা হয় এবং উক্তরূপ তথ্যটি এজাহারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ রহিয়াছে।* *সিপাহী সরোয়ারের সাথে গোলযোগের জন্য আসামীকে মিথ্যা ভাবে অভিযুক্ত করা হয় বলিয়া আসামী পক্ষ সাজেশন দেওয়ার চেস্টা করিযাছেন কিন্তু সিপাহী সরোয়ার অত্র মোকদ্দমায় এজাহারকারী নয়। তাহা ছাড়া এজাহারকারী নায়েক সুবেদার মোঃ মোদাচ্ছের মূলতঃ সিপাহী মিঃ সরোয়ারের নিয়ন্ত্রনের উর্দ্ধ বিধায় শুধুমাত্র মিঃ সরোয়ারের গোলযোগের কারনে মিঃ মোদাচ্ছের আলী কর্তৃক মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই।* *জব্দকৃত একজিবিটটি ভারতীয় পাট বীটের প্যাকেটগুলি নিষিদ্ধ পণ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা মর্মে কোন নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রেকর্ডভুক্ত সাক্ষ্যে পাওয়া যায় নাই। জব্দকৃত ভারতীয় পাট বীজের প্যাকেটগুলি বাংলাদেশে আনয়নের সময় আইনে নিষিদ্ধ ছিল না কিংবা উহা বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় নাই এমন কোন সাক্ষী প্রমাণও আসামী পক্ষে পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায় ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫খ(২) ধারার ব্যাখ্যার আইনানুগ প্রিজামশন বাদী পক্ষের অনুকুলে রহিয়াছে। *সার্বিক ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং রেকর্ড ভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নিখুত ভাবে পর্যালোচনায় আমি মনে করি আসামীর দোকান ঘর হইতে ভারতীয় পাট বীটের প্যাকেট উদ্ধার করা হইয়াছে সংক্রান্তে আসামী বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ রাষ্ট্র পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বিধায় আসামীকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫খ(২) ধারায় দোষী পাইলাম। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় আসামীকে স্বল্প সাজা প্রমান করা যাইতে পারে।* *সুতরাং* *আদেশ হইল যে,* *আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডলকে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫খ(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া এক বৎসরের কারাদন্ড প্রদান এবং তিনশত টাকা জরিমানা করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে তিনি আরো সাত দিনের কারাদন্ড ভোগ করিবেন।* *জব্দকৃত মালামাল বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং বহনীয় বস্তা রাষ্ট্র বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইল।* *রায়ের একটি কপি অবিলম্বে বিনা খরচায় অভিযুক্তকে দেওয়া হউক।* *রায়ের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ বরাবর প্রেরণ করা হউক।* *স্বা/- এম, এম, উদ্দিন* *২৭.০৯.৯৫ ইং* *সহকারী দায়রা জজ, ১ম আদালত* *এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ।* **অভিযোগকারী নায়েক সুবেদার মুদাচ্ছের আলী বিগত ইংরেজী ১২.০৪.১৯৯৩ তারিখে রাত ৮.০০ ঘটিকায় হাবিলদার আমজাদ হোসেন, সিপাহী আবুল কালাম আজাাদ এবং মোঃ সারোয়ার হোসেন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মান্দার তলা বাজারের একটি দোকানে তল্লাশী করে ৬১ প্যাকেট ভারতীয়**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পাটের বীজ উদ্ধার করে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন এবং দোকানের পলাতক মালিক অত্র আসামী মোঃ জিন্নাত আলী মন্ডলের বিরুদ্ধে মহেশপুর থানায় অত্র এজাহার দাখিল করেন। বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী সোহবার হোসেন জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনি তার জবানবন্দিতে পরিস্কার বলেছেন যে, তার সামনে কোন মাল উদ্ধার হয় নাই। রাষ্ট্র এ সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করে। রাষ্ট্র পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ বশির উদ্দিন ঘটনার বিষয়ে জানেন না বললে রাষ্ট্র পক্ষ তাকেও বৈরী ঘোষণা করেন। রাষ্ট্র পক্ষের ৩নং সাক্ষী মোঃ হানিফ আলীকে রাষ্ট্রপক্ষ জেরার জন্য টেন্ডার করলে আসামীপক্ষ তাকে জেরা করে নাই। পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ মোদাচ্ছের আলী মোকদ্দমার এজাহারকারী। পি, ডাব্লিউ- ৫ হাবিলদার আমজাদ তার জেরায় বলেন যে, বস্তার ভিতর পাটের প্যাকেটগুলো বের করে মোদাচ্ছের। দোকানটা খুললেন মোদাচ্ছের। পি, ডাব্লিউ-৬ শেখ শওকত যশোর বিভাগীয় শুল্ক গোডাউন এর গোডাউন অফিসার। পি, ডাব্লিউ-৭ কাজী গোলাম কবির তদন্তকারী অফিসার। প্রসিকিউশন পক্ষের একজন সাক্ষীও এজাহারকারী মোঃ মোদাচ্ছের আলীর এজাহারে বর্ণিত বক্তব্য সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন নাই। বরং এজাহারকারী যে মিথ্যা এজাহার দাখিল করেছেন তাদের সাক্ষ্য থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এজাহারকারী তার সংগীয় সিপাহী আবুল কালাম আজাদ এবং মোঃ সারোয়ার হোসেনকে অত্র আদালতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়াও অভিযোগকারী কর্তৃক উদ্ধারকৃত ৬১ প্যাকেট পাটের বীজ যে ভারতীয় সেটি প্রমাণ করার নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ কোন বীজ বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন গ্রহণ করেন নাই। সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী অত্র আপীলকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। রাষ্ট্র পক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ২৫বি(২) ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ কর্তৃক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৭৮/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.০৯.১৯৯৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীকে উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো। আপীলকারী ও তার জামিনাদারকে জামিননামার দায় থেকে অব্যহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।